Symposium on Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015- It's Challenges & Way Forward - November 13, 2106

TRIPURA TIMES 15-11-2016

Juvenile crime: HC judges concerned

Times News

Agartala, Nov 14: Two sitting judges of Tripura High Court have expressed serious concern over the growing tendency of juvenile crime, particularly in the age group of 12 to 18 years. They have urged upon the guardians and school teachers to keep close eye on the movement and activities of children.

Justice Mr. Swapan Chandra Das and Justice Mr. Subhasish Talapatra on Sunday attended a Symposium on "Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015--Its Challenges and Way Forward" organized jointly by ICFAI University, Tripura and Tripura State Legal Services Authority.

Taking active part in the discussion on Juvenile Justice Act and interactive session, the High Court judges categorically reaffirmed that judiciary works within the periphery of law. The Act is comprehensive and it takes care of whole things.

Some people may not be fully convinced with the provisions of Juvenile Justice Act 2015. In the Indian Republic they are free to raise voice but Judiciary will work within the framework of Law, the judges asserted. They admitted that a section of Indians was not happy with three year's correctional term announced for juvenile co-accused involved in Nirbhaya gang rape and murder case but pinpointed that the judgement was legally correct.

The judges said, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 has given special provision to juvenile ageing from 16 to 18. It would definitely compel that age group to think twice before committing any crime.

Justice Das and Justice Talapatra also laid emphasis on engagement of physiologist and Psychologist in the juvenile justice system and said, it was observed that during the adolescence most of the children carry a negative mindset that results into crime.

The teachers and parents could play a vital role in changing the mindset of children both at school and home, the judges pointed out.

The symposium began with felicitation of Justice Swapan Chandra Das and Justice Subhasish Talapatra amid huge impetus and round of applause. Prof. Biplab Halder, the Pro-Vice Chancellor of ICFAI University Tripura felicitated Justice Das with flower bouquet and memento while Registrar Dr A Ranganath felicitated Justice Talapatra. In his speech, Justice Swapan Chandra Das highly appreciated the door-to-door campaign conducted by the law students of ICFAI University and said, for such rigorous campaign all the students will be awarded by Tripura State Legal Services Authority (TSLSA). Justice Das assured all possible help from TSLSA for better and effective functioning of legal aid clinic set up at ICFAI University.

In his welcome address, Professor Biplab Halder said the University was committed to contribute towards social development besides providing high quality, placement oriented and contemporary educational courses. He also hoped that Tripura State Legal Services Authority will continue to extend all possible assistance for effective functioning of Legal Aid Clinic at ICFAI University, Tripura. Dr. Malabika Talukder, the Principal of ICFAI Law School also spoke at the symposium while Professor Debabrata Roy conveyed vote of thanks. 40 CM.

DAINIK SAMBAD 15-11-2016

শিশুদের অপরাধপ্রবণতায় উদ্বিগ্ন দুই বিচারপতি

কামালঘাট, ১৪ নভেম্বর ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের, বিশেষত ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের অপরাধপ্রবণতা মোকাবিলায় জুভেনাইল জাস্টিস আইন ২০১৫-র সঠিক, সময়োপযোগী ও কার্যকরী প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতিদ্বয় স্বপন চন্দ্র দাস এবং শুভাশিস তলাপাত্র।

রবিবার ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা এবং রাজ্য আইন পরিষেবা পর্ষদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনাচক্রে ভাষণ দিতে গিয়ে বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র জানান, অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিচার প্রক্রিয়ায় শরীরতত্ত্ববিদ এবং মনোবিদ যুক্ত করার বিষয়টি একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, কেন কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক বা উচ্চ-বুনিয়াদি স্তরেই অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ছে তা খতিয়ে দেখার জন্য বিচারপতি তলাপাত্র অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান রাখেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস জানান, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার স্থাপন ও এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় রাজ্যের আইন সচিব হিসাবে তিনি নিজেও একসময় যুক্ত ছিলেন। সরকারী কাজে একবার হায়দ্রাবাদে ইকফাই-র সদর দপ্তরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। গুণমানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রদানে ইকফাই সারাদেশেই সুবিদিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এদের লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া দেশে বিদেশে সুনামের সাথে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পড়ুয়াদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিচারপতি শ্রীদাস বলেন, আইন সহায়তা কেন্দ্রের উপস্থিতি ও উপযোগিতা বোঝাতে এরা কামালঘাট, লেফুঙ্গা এবং গামছাকোবরার প্রত্যন্ত এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে অভিযান চালিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি ঘোষণা দিয়ে বলেন, এহেন ভালো কাজের জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পড়ুয়াদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধ ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিচারপতি শ্রীদাস বলেন, মানবিক চেহারা নিয়ে শিশুদের অপরাধপ্রবণতা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি জানান, একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০১৩-১৪ সালে সারাদেশে অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি জানান, একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১৩-১৪ সালে সারাদেশে অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধ সংক্রান্ত ৩৫,০০০ মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশ অপরাধ সংঘটিত করেছে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সীরা। এ কারণেই ভারত সরকার 'জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রটেকশন অব চিলড্রেন) আইন ২০১৫' প্রণয়ন করে নৃশংস অপরাধের ক্ষেত্রে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে বিচার করার সংস্থান রেখেছে।

স্বাগত ভাষণে সহ-উপাচার্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার জানান, উচ্চ গুণমানসম্পন্ন বিভিন্ন কোর্স চালানোর পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নেও প্রতিনিয়ত অংশীদার হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সহায়তা কেন্দ্র আরও নিবিড়ভাবে সমাজের বৃহৎ অংশের কল্যাণে লাগবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। আলোচনাচক্রে সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষা ডঃ মালবিকা তালুকদার। অনুষ্ঠানশেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক দেবব্রত রায়। 36 CM.

AJKER FARIAD 15-11-2016

শিশুদের ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবনতায় উদ্‌বেগ হাইকোর্টের বিচারপতি'র

কামালঘাট, ১৪ নভেম্বর ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের, বিশেষত ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের অপরাধ প্রবণতা মোকাবেলায় জুভেনাইল জাস্টিস আইন ২০১৫'র সঠিক, সময়োপোযোগি ও কার্যকরী উপর গুরুত্বারোপ করেছেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় স্বপন চন্দ্র দাস এবং শুভাশীষ তলাপাত্র। রবিবার ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা এবং রাজ্য আইন পরিসেবা পর্ষদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনাচক্রে ভাষণ দিতে গিয়ে বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্র জানান, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিচার প্রক্রিয়ার শারীরতত্ত্ববিদ এবং মনোবিদ যুক্ত করার বিষয়টি একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, কেন কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক বা উচ্চ বুনিয়াদি স্তরেই অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ছে তা খতিয়ে দেখার জন্য বিচারপতি তলাপাত্র অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান রাখেন। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পড়ুয়াদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিচারপতি দাস বলেন, আইন সহায়তা কেন্দ্রের উপস্থিত ও উপযোগিতা বোঝাতে এরা কামালঘাট, লেফুঙ্গা এবং গামছাকোবরা প্রত্যন্ত এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে অভিযান চালিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি ঘোষণা দিয়ে বলেন, এহেন ভাল কাজের জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পড়ুয়াদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অপরাধ প্রবণতা ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিচারপতি স্বপন কুমার দাস বলেন, মানসিক চেহারা দিয়ে শিশুদের অপরাধ প্রবণতা মোকাবেলা করতে হবে। তিনি জানান, একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০১৩-১৪ সালে সারা দেশে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অপরাধ সংক্রান্ত ৩৫,০০০ মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যেও ৭৫ শতাংশ অপরাধ সংঘটিত করেছে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সীরা। একারণেই ভারত সরকার 'জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রটেকশন অফ চিলড্রেন) আইন ২০১৫' প্রণয়ন করে নৃশংস অপরাধের ক্ষেত্রে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে বিচার করার ব্যবস্থা রেখেছে। 38 cm.